**সামির কাপুর এবং আরেকজন**

**বনাম**

**উপ-বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট দক্ষিণ, মাধ্যমে রাজ্য, নয়াদিল্লি এবং অন্যান্য**

**(২০১৩ সালের দেওয়ানি আপিল নং ১০৪৮২)**

**এপ্রিল ২৯,২০১৯**

**[এল. নাগেশ্বর রাও এবং এম.আর. শাহ, বিচারপতিদ্বয়]**

*উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫:*

*ধারা ২৭৬-প্রোবেট বা প্রশাসনের চিঠি দেওয়ার আবেদন-অনুচ্ছেদ ১৩৭-এর প্রয়োগযোগ্যতা-অনুষ্ঠিতঃ অনুচ্ছেদ ১৩৭ প্রোবেট বা প্রশাসনের চিঠি দেওয়ার আবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য-সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩-অনুচ্ছেদ ১৩৭।*

*ধারা ২৭৬ এবং ২২৮ – প্রবেট বা প্রশাসনপত্রের জন্য আবেদন – সময়সীমার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত কিনা – রায়: প্রবেট বা প্রশাসনপত্র প্রদানের জন্য আবেদন বা কার্যক্রমে আবেদনকারী কোনো ব্যক্তিগত অধিকার দাবি করেন না – এই ধরনের আবেদনগুলি আদালতের অনুমতি চায় একটি উইল দ্বারা সৃষ্ট আইনি কর্তব্য পালন করার জন্য বা একজন উইল ট্রাস্টি হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য – এমনকি যদি কোনো উইল ধারা ২২৮-এর অধীনে প্রবেট করা হয়, প্রশাসনপত্র পাওয়ার অধিকার একটি ধারাবাহিক অধিকার যা যে কোনো সময় প্রয়োগযোগ্য, যতক্ষণ অধিকার বিদ্যমান এবং ট্রাস্টের লক্ষ্য বা ট্রাস্টের কোনো অংশ কার্যকর করা বাকি থাকে – প্রকৃতপক্ষে, প্রতিপক্ষ নং ২ কর্তৃক ধারা ২২৮/২৭৬-এর অধীনে প্রশাসনপত্রের জন্য দায়ের করা প্রবেট মামলা সময়সীমার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়নি – উইল প্রণেতার ২০০০ সালে মৃত্যুর পর, আপিলকারীরা দিল্লিতে প্রতিপক্ষ নং ২-এর নামে বেজোঁড় সম্পত্তিগুলিতে হস্তক্ষেপ শুরু করেন, যা তাকে প্রশাসনপত্রের জন্য আবেদন করতে বাধ্য করে – কার্যক্রম শুরু হয় সেই তারিখ থেকে যখন আপিলকারীরা সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ শুরু করেন – সুতরাং, প্রশাসনপত্রের জন্য আবেদন সময়সীমার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়নি – উচ্চ আদালত যথাযথভাবে আদেশ VII বিধি ১১-এর অধীনে মামলা খারিজ করতে অস্বীকার করেছে – সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩ – অনুচ্ছেদ ১৩৭।*

**সামির কাপুর এবং আরেকজন বনাম উপ-বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট ১১০৫**
**দক্ষিণ, মাধ্যমে রাজ্য, নয়াদিল্লি এবং অন্যান্য**

আবেদনটি খারিজ করে দিয়ে, আদালত

বলেছে ঃ ১.১ সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩-এর অনুচ্ছেদ ১৩৭ প্রোবেট বা প্রশাসনের চিঠি প্রদানের আবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। উত্তরাধিকার আইনের ধারা ২৭৬ এবং ২২৮-এর অধীনে আবেদন অনুচ্ছেদ ১৩৭-এর আওতায় আসবে। [অনুচ্ছেদ ১০,১১], [১১১৩-এফ; জি]

*কুনভারজিৎ সিং খান্ডপুর বনাম কিরণদীপ কৌর*(২০০৮) ৮ এস. সি. সি ৪৬৩: [২০০৮] ৫ এস. সি. আর ১০৫৭; *কৃষ্ণ কুমার শর্মা বনাম রাজেশ কুমার শর্মা*(২০০৯) ১১ এস. সি. সি ৫৩৭-এর উপর নির্ভরশীল।

১.২ সীমাবদ্ধতা আইনের ১৩৭ অনুচ্ছেদ অনুসারে, নির্ধারিত সীমাবদ্ধতার সময়কাল তিন বছর এবং তিন বছর চলতে শুরু করে যখন 'প্রয়োগের অধিকার' অর্জিত হয়। সীমাবদ্ধতা আইনের ১৩৭ অনুচ্ছেদের অধীনে গুরুত্বপূর্ণ অভিব্যক্তিটি হল 'প্রয়োগের অধিকার'। [অনুচ্ছেদ ১২.১] [১১১৪-খ]

১.৩ যখন আইনের ২৭৬ ধারার অধীনে প্রোবেট বা উইল সহ প্রশাসনের চিঠির জন্য কোনও আবেদন জমা দেওয়া হয়, যদি উইল কার্যকর করার বিষয়ে কোনও সংস্থা কোনও আপত্তি উত্থাপন করে, সেক্ষেত্রে আবেদনকারীকে উইল প্রমাণ করতে হবে এবং তারপরে উইলটি তদন্ত করা হবে এবং আদালত প্রশাসনের চিঠির জন্য একটি আদেশ পাস করতে পারে। যাইহোক, যে ক্ষেত্রে উইল ভারতের সীমার মধ্যে বা তার বাইরে রাজ্যের সীমার বাইরে অবস্থিত উপযুক্ত এখতিয়ারের আদালতে প্রমাণিত বা জমা করা হয়েছে, সেই ক্ষেত্রে, আইনের ২২৮ ধারার অধীনে প্রদত্ত হিসাবে, উইলের একটি যথাযথ প্রমাণীকরণের অনুলিপি উপস্থাপন করা হলে, প্রশাসনের চিঠিগুলি সেই ব্যক্তির পক্ষে মঞ্জুর করা যেতে পারে। অর্থাৎ, এই জাতীয় পরিস্থিতিতে, উইলটি আবার প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই এবং এটি চূড়ান্ত হবে। অতএব, আইনের ২২৮ ধারা একটি সক্ষম বিধান হবে এবং এটি উইলের এই জাতীয় প্রমাণীকরণের অনুলিপির ভিত্তিতে প্রশাসনের চিঠির জন্য আবেদন করার অতিরিক্ত অধিকার প্রদান করে। অতএব, একক বিচারক এবং ডিভিশন বেঞ্চ যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন যে ধারা ২২৮ আইনের ২৭৬ ধারার অনুরূপ। [অনুচ্ছেদ ১৪.১] [১১১৫-ই-এইচ; ১১১৬-এ]

১.৪ কোনও কার্যধারায়, বা প্রোবেট বা প্রশাসনের চিঠির অনুমোদনের জন্য দায়ের করা আবেদনে, কোনও অধিকার দাবি বা দাবি করা হয় না

আবেদনকারীর দ্বারা। আবেদনকারী শুধুমাত্র একটি দায়িত্ব পালনের জন্য আদালতের স্বীকৃতি চায়। একটি উপযুক্ত আদালত দ্বারা জারি করা প্রবেট বা প্রশাসনের চিঠিগুলি বিশ্বজুড়ে আইনী চরিত্রের চূড়ান্ত প্রমাণ। যে প্রবেট বা প্রশাসনের চিঠি দেওয়ার জন্য দায়ের করা কার্যধারা আইনত কোনও পদক্ষেপ নয় বরং এটি রিমের পদক্ষেপ। উইল দ্বারা তৈরি আইনি দায়িত্ব পালন বা টেস্টামেন্টারি ট্রাস্টি হিসাবে স্বীকৃতির জন্য আদালতের অনুমতির জন্য প্রবেট বা প্রশাসনের চিঠি দেওয়ার আবেদন করা হয় এবং এটি একটি অবিচ্ছিন্ন অধিকার যা মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পরে যে কোনও সময় প্রয়োগ করা যেতে পারে, যতক্ষণ না তা করার অধিকার বেঁচে থাকে এবং ট্রাস্টের উদ্দেশ্য বিদ্যমান থাকে বা ট্রাস্টের কোনও অংশ তৈরি করা হলে তা কার্যকর করা থাকে। অতএব, আইনের ধারা ২২৮-এ উল্লিখিত যে কোনও আদালত উইলটি তদন্ত করলেও, প্রশাসনের চিঠি পাওয়ার অধিকার একটি অবিচ্ছিন্ন অধিকার যা যে কোনও সময় প্রয়োগ করা যেতে পারে, যতক্ষণ না তা করার অধিকার বেঁচে থাকে এবং ট্রাস্টের উদ্দেশ্য বিদ্যমান থাকে বা ট্রাস্টের কোনও অংশ, যা তৈরি করা হয়েছে, তা কার্যকর করা বাকি থাকে। [অনুচ্ছেদ ১৭। [১১১৮-বি-ডি]

১.৫. আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে আবেদন করা হয় যে, আইনের ২৭৬ ধারার সঙ্গে পঠিত আইনের ২২৮ ধারার অধীনে প্রশাসনিক চিঠির জন্য উত্তরদাতা নং ২ দ্বারা দায়ের করা প্রবেট কেস নং.১৫/২০০১, সীমাবদ্ধতার আইন দ্বারা নিষিদ্ধ, তা গ্রহণ করা যায় না। এমনকি অভিযোগেও বিশেষভাবে আবেদন করা হয়েছে যে, ২০০০ সালে পক্ষগুলির পিতার মৃত্যুর পর, আবেদনকারীরা দিল্লিতে অবস্থিত উত্তরদাতা নং ২-এর কাছে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি নিয়ে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে, এবং তাই কোনও বিকল্প ছাড়াই, তিনি প্রশাসনের চিঠির জন্য আবেদন করতে বাধ্য হন। অতএব, আবেদনের যুক্তি অনুসারেও, ২০০০ সালে পক্ষগুলির পিতার মৃত্যুর পর, যে তারিখে আপিলকারীরা উত্তরদাতা নং ২-এর কাছে হস্তান্তরিত সম্পত্তির সাথে হস্তক্ষেপ শুরু করেছিলেন, সেই তারিখ থেকে পদক্ষেপের কারণ শুরু হয়েছিল। অতএব, মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে, একক বিচারক এবং ডিভিশন বেঞ্চ উভয়ই যথাযথভাবে আদেশ VII বিধি ১১ দেওয়ানী কার্যবিধি-র অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করতে অস্বীকার করেছিলেন। মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে, এটি বলা যায় না যে প্রশাসনের চিঠির আবেদনটি সীমাবদ্ধতার আইন দ্বারা স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ ছিল যা আদেশ VII বিধি ১১ (ঘ) দেওয়ানী কার্যবিধি-র অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যান করা প্রয়োজন ছিল। হাইকোর্টের গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গি একমত। [অনুচ্ছেদ ১৮] [১১১৮-এফ-এইচ;] [১১১৯-এ-সি]

*কুনভারজিৎ সিং খান্ডপুর বনাম কিরণদীপ কৌর*(২০০৮) ৮ এস. সি. সি ৪৬৩: [২০০৮] ৫ এস. সি. আর ১০৫৭;-এর উপর নির্ভরশীল।

*প্রয়াত শ্রী গুরচরণ দাস পুরীর এস্টেট*এ.আই.আর ১৯৮৭ পি. এবং এইচ ১২২;*রামানন্দ ঠাকুর বনাম পরমানন্দ ঠাকুর* এ.আই.আর ১৯৮২ পাটনা ৮৭;*বাসুদেব দৌলতরাম সদরঙ্গানি বনাম সাজনি প্রেম লালওয়ানি*এ.আই.আর ১৯৮৩ বোম. ২৬৮;*এস. কৃষ্ণস্বামী বনাম ই. রামিয়াহ*এ.আই.আর ১৯৯১ ম্যাড. ২১৪-উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা আইন রেফারেন্স

| | | |
|---|---|---|
| [২০০৮] ৫ এস. সি. আর ১০৫৭ | উপর নির্ভর করেছিল | অনুচ্ছেদ ১০,১৮ |
| এ. আই. আর ১৯৮৭ পি. এবং এইচ ১২২ | উল্লেখিত | অনুচ্ছেদ ৬.৯ |
| এ. আই. আর ১৯৮২ পাটনা ৮৭ | উল্লেখিত | অনুচ্ছেদ ৬.৯ |
| (২০০৯) ১১ এস. সি. সি ৫৩৭ | উপর নির্ভর করেছিল | অনুচ্ছেদ ১০ |
| এ. আই. আর ১৯৮৩ বোম ২৬৮ | উল্লেখিত | অনুচ্ছেদ ১৬ |
| এ. আই. আর ১৯মাদ. ২১৪ | উল্লেখিত | অনুচ্ছেদ ১৬ |

দেওয়ানী আপিলেট এখতিয়ারঃ ২০১৩ সালের দেওয়ানী আপিল নং ১০৪৮২।

দিল্লী হাই কোর্টের ১৬.০১.২০০৯ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে, আপীল নং এফ.এ.ও.(ওএস) ১১/২০০৯

দিব্যকান্ত লাহোতি, মিস অমৃতা গ্রোভর, পরীক্ষিত আহুজা, সুশ্রী প্রবীণা বিষ্ঠ, আপিলকারীদের পক্ষে আইনজীবীরা।

শ্যাম ডি. নানাদান, সিদ্ধার্থ বাম্বের, কে. কৃষ্ণ কুমার, বলরাজ দেওয়ান, এম. এ. কৃষ্ণ মূর্তি, অঙ্কিত এস., আইনজীবীরা।

আদালতের রায়টি **এম. আর. শাহ, বিচারপতি** দ্বারা প্রদান করা হয়েছিল। ২০০৯ সালের এফ. এ. ও (ওএস) নং ১১-এ নয়াদিল্লিতে দিল্লি হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় ও আদেশে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট বোধ করে, যার দ্বারা হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ উক্ত আবেদনটি খারিজ করে দিয়েছে এবং দেওয়ানী কার্যবিধি-র আদেশ VII বিধি ১১-এর অধীনে অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করতে অস্বীকার করে বিদ্বান একক বিচারকের জারি করা আদেশকে নিশ্চিত করেছে, মূল বিবাদীরা বর্তমান আপিলটি পছন্দ করেছে।

২. এই আপীলের নেতৃত্বে সংক্ষিপ্ত তথ্য হল, শ্রীমতী কৈলাশ কাপুর, ইংল্যান্ডের স্থায়ী বাসিন্দা, ১৬.০৫.১৯৯০ তারিখে একটি ইচ্ছাপত্র তৈরি করেছিলেন, যার অধীনে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তাঁর দুই নাতিকে বরাদ্দ করেছিলেন। উক্ত শ্রীমতী কৈলাশ কাপুর ১০.০৯.২০০১ তারিখে ইংল্যান্ডে মারা যান। আপিলকারীদের মতে, তারা উক্ত ইচ্ছাপত্র অনুযায়ী কাজ করেছিলেন এবং উক্ত পরিত্যক্তার ভারতে অবস্থিত সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি ৬.৯.২০০০ থেকে মার্চ, ২০০১ এর মধ্যে নিষ্পত্তি করেছিলেন। উক্ত শ্রীমতী কৈলাশ কাপুরের মৃত্যুর পর, ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের বার্মিংহামের হাই কোর্ট অফ জাস্টিস, ডিস্ট্রিক্ট প্রোবেট রেজিস্ট্রি ২১.১১.১৯৯৭ তারিখের আদেশের মাধ্যমে উক্ত ইচ্ছাপত্রের প্রমাণপত্র জারি করেছিল। মনে হয়, এরপরে ২০০১ সালে, এখানকার প্রত্যাদেশী নং ২, যার উদ্যোগে ইংল্যান্ডে ইচ্ছাপত্রটি প্রমাণিত হয়েছিল, ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের (পরবর্তীতে 'আইন' নামে অভিহিত) ধারা ২২৮ অনুসারে টেস্টামেন্টারি কেস নং ১৫/২০০১ দায়ের করে দিল্লিতে অবস্থিত সম্পত্তির প্রশাসনিক পত্রের আবেদন করেছিলেন।

২. ১ এখানে আপিলকারী হাইকোর্টের বিশিষ্ট একক বিচারপতির কাছে ২০০৬ সালের ১৩৮৯৫ নং এল. এ দায়ের করেছেন, দেওয়ানী কার্যবিধি-র আদেশ ৭ বিধি ১১-এর অধীনে এই ভিত্তিতে অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করার অনুরোধ করেছেন যে ১৯৬৩ সালের সীমাবদ্ধতা আইনের ১৩৭ অনুচ্ছেদ বিবেচনা করে আইনের ২২৮ ধারার অধীনে উক্ত টেস্টামেন্টারি মামলাটি সীমাবদ্ধতার আইন দ্বারা নিষিদ্ধ। আপিলকারীদের পক্ষ থেকে মামলাটি ছিল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোনও ব্যক্তি আদালতের দ্বারস্থ না হন এবং উইলটি তদন্ত করা হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রোবেট মঞ্জুরের জন্য কোনও সীমাবদ্ধতা প্রযোজ্য হবে না, তবে একবার ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসের আদালতে যোগাযোগ করা হলে এবং একটি প্রোবেট মঞ্জুর করা হলে, তিন বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে প্রশাসনের চিঠির জন্য কোনও আবেদন দায়ের করা যেত না। এই আবেদনের বিরোধিতা করেছিলেন এখানে উত্তরদাতা নং ২-মূল আবেদনকারী। এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে সীমাবদ্ধতা এফ আইনের অনুচ্ছেদ ১৩ ৭ প্রযোজ্য হবে না।

৩. বিদ্বান একক বিচারক ২৪.০৯.২০০৮ তারিখের আদেশের মাধ্যমে উক্ত আবেদনটি খারিজ করে দেন এবং দেওয়ানী কার্যবিধি-র আদেশ ৭ বিধি ১১-এর অধীনে অভিযোগটি প্রত্যাখ্যান করতে অস্বীকার করেন এই বলে যে, আইনের ২২৮ ধারাটি আইনের ২২২ এবং ২৭৬ ধারার বিধানের অনুরূপ এবং অতএব, যখন আইনের ২২৮ ধারার অধীনে আবেদন জমা দেওয়ার জন্য ২২২ ধারা এবং/অথবা আইনের ২৭৬ ধারার অধীনে আবেদন জমা দেওয়ার জন্য কোনও সীমাবদ্ধতা নির্ধারিত না থাকে, তখন সীমাবদ্ধতার সময়কাল প্রযোজ্য হবে না। অতএব, বিদ্বান একক বিচারপতির মতামত ছিল যে সীমাবদ্ধতা আইনের ১৩৭ অনুচ্ছেদের কোনও প্রয়োগ থাকবে না।

৪. দেওয়ানী কার্যবিধি-র আদেশ সপ্তম বিধি ১১-এর অধীনে অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করার আবেদন প্রত্যাখ্যান করে একক বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত আদেশে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট বোধ করে আপিলকারীরা ২০০৯ সালের ১১ নং এফ. এ. ও (ও. এস)-এর মাধ্যমে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হন। বিতর্কিত রায় ও আদেশের মাধ্যমে, হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ উক্ত আবেদনটি খারিজ করে দিয়েছে এবং দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ VII বিধি ১১-এর অধীনে আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করে বিদ্বান একক বিচারকের জারি করা আদেশটি নিশ্চিত করেছে।

৫. হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের বিতর্কিত রায় ও আদেশে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট বোধ করে, আবেদনকারীরা-আবেদনকারী মূল আসামীরা বর্তমান আপিলটি পছন্দ করেছেন।

৬. আপিলকারীদের পক্ষে বিদ্বান আইনজীবী শ্রী দিব্যাকান্ত লাহোটি এবং ২ নং উত্তরদাতার পক্ষে বিদ্বান আইনজীবী শ্রী এম. এ. কৃষ্ণ মূর্তি উপস্থিত হয়েছেন।

৬.১ শ্রী দিব্যকান্ত লাহোতি, আপিলকারীদের পক্ষে উপস্থিত শিক্ষিত অ্যাডভোকেট, জোরালোভাবে জমা দিয়েছেন যে, মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে, বিভাগীয় বেঞ্চ এবং শিক্ষিত একক বিচারক উভয়ই দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ VII বিধি ১১ এর অধীনে অভিযোগপত্র খারিজ না করে গুরুতর ভুল করেছেন।

৬.২ আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে উপস্থিত বিদ্বান উকিলের পক্ষ থেকে জোরালোভাবে বলা হয়েছে যে, সীমাবদ্ধতা আইনের ১৩৭ অনুচ্ছেদ কোনও দেওয়ানি আদালতে কোনও আইনের অধীনে দায়ের করা যে কোনও আবেদন বা আবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে এটি দেওয়ানি কার্যবিধি দ্বারা বা তার অধীনে বিবেচিত আবেদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে, তাই সীমাবদ্ধতা আইনের ১৩৭ অনুচ্ছেদ ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের বিধানগুলির অধীনে আবেদনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

৬.৩ আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান উকিলের পক্ষ থেকে জোরালোভাবে বলা হয়েছে যে, উইলটি অপ্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত, প্রোবেটের জন্য আবেদন করার অধিকার একটি ধারাবাহিক পদক্ষেপের কারণ, তাই, আইনের ২৭৬ ধারার অধীনে দায়ের করা প্রোবেট মঞ্জুরের আবেদন এবং উইলের প্রশাসনের চিঠির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আইনের অনুচ্ছেদ ১৩৭ প্রযোজ্য হবে না। তবে, একবার উইলটি যাচাই হয়ে গেলে, 'সীমাবদ্ধতা আইনের অনুচ্ছেদ ১৩ ৭ ইচ্ছার প্রোবেটের কারণে উদ্ভূত যে কোনও অধিকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এটি জমা দেওয়া হয় যে এই জাতীয় ক্ষেত্রে প্রোবেট মঞ্জুরের তারিখে অধিকার অর্জিত হয় এবং তাই, সীমাবদ্ধতার সময়কাল সেই তারিখ থেকে শুরু হবে। উপরের জমা দেওয়ার সমর্থনে, বিদ্দবান আইনজীবী

আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত হয়ে *কুনভারজিৎ সিং খান্ডপুর বনাম কিরণদীপ কৌরের* মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করেছেন, যা *(২০০৮) এস. সি. সি ৪৬৩ (অনুচ্ছেদ ১৫ ও ১৬)*-এ রিপোর্ট করা হয়েছে।

৬.৪ আপিলকারীদের পক্ষে উপস্থিত শিক্ষিত অ্যাডভোকেট জমা দিয়েছেন যে, বর্তমান মামলায় প্রত্যাদেশী নং ২, প্রয়াত শ্রীমতী কৈলাশ কাপুর কর্তৃক নির্বাহিত ১৬.০৫.১৯৯০ তারিখের ইচ্ছাপত্রের প্রমাণপত্র প্রদানের জন্য হাই কোর্ট অফ জাস্টিস, ডিস্ট্রিক্ট প্রোবেট রেজিস্ট্রি, বার্মিংহাম (ইউকে)-এ আবেদন করেছিলেন, যা হাই কোর্ট কর্তৃক ২১.১১.১৯৯৭ তারিখের আদেশের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছিল। জমা দেওয়া হয়েছে যে, অতএব, আইনের ধারা ২২৮ এর অধীনে আবেদন করার অধিকার ২১.১১.১৯৯৭ তারিখে প্রত্যাদেশী নং ২-এর পক্ষে অর্জিত হয়েছিল। জমা দেওয়া হয়েছে যে, যেখানে প্রত্যাদেশী নং ২ আইনের ধারা ২২৮ এর অধীনে ১৬.০৫.১৯৯০ তারিখের উক্ত ইচ্ছাপত্রের প্রশাসনিক পত্র প্রদানের জন্য একটি আবেদন করেছিলেন, প্রোবেট কেস নং ১৫/২০০১ দ্বারা, সীমাবদ্ধতা আইনের অনুচ্ছেদ ১৩৭ অনুযায়ী তিন বছরের সময়সীমা অতিক্রম করে, অর্থাৎ ২৮.০২.২০০১ তারিখে। অতএব জমা দেওয়া হয়েছে যে, আইনের ধারা ২২৮ এর অধীনে প্রত্যাদেশী নং ২ দ্বারা জমা দেওয়া আবেদন স্পষ্টভাবে সীমাবদ্ধতা আইন দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত এবং অতএব সিপিসির আদেশ VII বিধি ১১(ডি) বিবেচনা করে তা খারিজ করা যায় – আবেদনকারীর আবেদন সীমাবদ্ধতা দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত।

৬. ৫ আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান উকিল আরও বলেন যে, এই আইনের ২২৮ ধারাটি আইনের ২২২ ও ২৭৬ ধারার বিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে বিবেচনা করে বিদ্বান একক বিচারক বস্তুগত ভুল করেছেন। এতে বলা হয়েছে যে, পূর্বোক্ত উপসংহারে আসার সময়, বিদ্বান একক বিচারপতির দুটি ধারার, অর্থাৎ, আইনের ২২৮ ধারা ও ২৭৬ ধারার, কোনও সম্পত্তির অর্থ এবং/অথবা ভাষা বিবেচনা করেননি। এতে বলা হয়েছে যে, আইনের ২২৮ ও ২৭৬ ধারা সম্পূর্ণ আলাদা এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কাজ করে। এতে বলা হয়েছে যে, আইনের ধারা ২২৮-এর অধীনে একটি আবেদন কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রেই রক্ষণযোগ্য হবে যেখানে একটি উইল প্রমাণিত/তদন্ত করা হয়েছে এবং উপযুক্ত এখতিয়ারের আদালতে জমা দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, ধারা ২২৮-এর অধীনে একটি বৈধ আবেদন অবশ্যই এমন একটি উইলের ভিত্তিতে দায়ের করতে হবে যা ইতিমধ্যে বিদেশী এখতিয়ারের উপযুক্ত আদালত দ্বারা প্রমাণিত, প্রমাণীকরণ এবং তদন্ত করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে আইনের ধারা ২৭৬-এর অধীনে এই ধরনের কোনও পূর্বশর্ত বা পূর্বশর্ত নির্ধারণ করা হয়নি। এটি জমা দিয়েছে যে আইনের ২২৮ ধারার বিপরীতে, আইনের ২৭৬ ধারার অধীনে একটি আবেদন একটি ইচ্ছার ভিত্তিতে দায়ের করা হবে যা অপ্রমাণিত এবং প্রথমবারের জন্য আদালতে হাজির করা হচ্ছে।

৬. ৬ আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান উকিল আরও বলেন যে, এমনকি বিদ্বান একক বিচারকও বস্তুগতভাবে ভুল করেছেন এই বলে যে, দুটি বিধানের উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্য একই, 'প্রশ্নবিদ্ধ ইচ্ছার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা'। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে আইনের ২২৮ ধারার ভাষা স্পষ্ট করে দেয় যে, যে উইলের ক্ষেত্রে সেই ধারার অধীনে প্রশাসনের চিঠিগুলি বাতিল করার চেষ্টা করা হয়েছে, তা ইতিমধ্যেই স্বীকৃত, প্রমাণিত বা প্রমাণীকরণকৃত উইল, যদি না অস্বীকার করা হয়। এটি জমা দিয়েছে যে আইনের ২৭৬ ধারার অধীনে একটি আবেদনে প্রশ্ন করা উইলটি একটি অননুমোদিত উইল যা প্রথমবারের জন্য আদালতে হাজির করা হচ্ছে এবং যা এখনও প্রমাণিত হয়নি।

৬.৭ আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান উকিল আরও বলেন যে, এমনকি আইনের ২২৮ ও ২৭৬ ধারার অধীনে তদন্তের সুযোগও আলাদা এবং আলাদা। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে আইনের ২৭৬ ধারার অধীনে উইলটি অননুমোদিত এবং এখনও প্রমাণিত হয়নি। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে, তবে আইনের ২২৮ ধারার অধীনে উইলটি ইতিমধ্যে কোনও বিদেশী আদালত বা "আইনের ২২৮ ধারায় উল্লিখিত উপযুক্ত আদালতে" প্রমাণিত এবং প্রমাণীকরণ করা হয়েছে। এটি জমা দিয়েছে যে তাই আইনের ২২৮ ধারার অধীনে তদন্তের সুযোগ একটি সীমিত অনুশীলন।

৬. ৮ আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান উকিল আরও বলেন যে, হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ তার এই যুক্তিতে ভুল করেছে যে, প্রবেট মামলা নং-১৫/২০০১ সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিষিদ্ধ নয়, কারণ এটি ভারতে দায়ের করা প্রথম প্রবেট পিটিশন, কারণ পূর্ববর্তী প্রবেট কার্যধারা ইংল্যান্ড ও ওয়েলস আদালতে ছিল। এটি জমা দেওয়া হয় যে, ডিভিশন বেঞ্চ এই সত্যটিকে যথাযথভাবে উপলব্ধি না করে বস্তুগতভাবে ভুল করেছে যে, প্রবেটে কোনও সম্পত্তির প্রশাসন একটি ইন-রেম কার্যধারা। তাই এটি সীমাবদ্ধতার আইন জমা দেওয়া হয়, এমনকি যদি পূর্ববর্তী প্রবেট কার্যধারা বিদেশী এখতিয়ারে শুরু করা হয়েছিল, কারণ এটি প্রযোজ্য। এতে বলা হয়েছে যে, তাই, সিঙ্গল জজ এবং ডিভিশন বেঞ্চ উভয়ই দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ VII বিধি ১১-এর অধীনে আপিলকারীদের দায়ের করা আবেদন খারিজ করে দেওয়ার ক্ষেত্রে বস্তুগত ভুল করেছেন।

৬.৯ তাঁর উপরের জমা দেওয়ার সমর্থনে, আপিলকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী প্রয়াত *শ্রী গুরচরণ দাস পুরীর এস্টেটের* ক্ষেত্রে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করেছেন, যা এআইআর ১৯৮৭ পি এবং এইচ ১২২-এ রিপোর্ট করা হয়েছে, পাশাপাশি,

*রামানন্দ ঠাকুর বনাম পরমানন্দ ঠাকুরের* মামলায় পাটনা হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত, এআইআর ১৯৮২ পাটনা ৮৭-এ রিপোর্ট করা হয়েছে।

৬.১০ এই আদালত, পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট এবং পাটনা হাইকোর্টের উপরোক্ত সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে উপরের বক্তব্যগুলি পেশ করে বর্তমান আপিলটি বাতিল করার এবং বিদ্বান একক বিচারক এবং ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারা গৃহীত আদেশগুলি বাতিল করার এবং ফলস্বরূপ দেওয়ানী কার্যবিধি-র আদেশ VII বিধি ১১ (ঘ)-এর অধীনে অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

৭. বর্তমান আপিলের তীব্র বিরোধিতা করেছেন প্রত্যর্থী নং ২-এর পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান উকিল। বিদ্বান উকিলের পক্ষ থেকে জোরালোভাবে বলা হয়েছে যে, মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে, বিদ্বান একক বিচারক এবং হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ উভয়ই যথাযথভাবে রায় দিয়েছেন যে আইনের ধারা ২২৮-এর অধীনে একটি আবেদন সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিষিদ্ধ করা হবে না, যেহেতু সীমাবদ্ধতা আইনের অনুচ্ছেদ ১৩৭ প্রযোজ্য হবে না।

৭.১ বিবাদী নং ২-এর পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান উকিল জোরালোভাবে বলেন যে, কুনভারজিৎ সিং খান্ডপুর (উপরোক্ত)-এর ক্ষেত্রে এই আদালতের সিদ্ধান্ত মামলার তথ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, কারণ এই আদালতের সামনে পিটিশনটি আইনের ২১৮/২৭৮ ধারার অধীনে ছিল, তবে, বর্তমান ক্ষেত্রে, আইনের ২২৮/২৭৬ ধারার অধীনে পিটিশন।

৭.২ উত্তরদাতা নং ২-এর পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান উকিল আরও বলেন যে, বর্তমান মামলায় ইংল্যাণ্ডের আদালতে প্রোবেট কার্যধারায় কখনও আপত্তি জানানো হয়নি এবং প্রোবেট মঞ্জুরের বিষয়ে কোনও আপত্তি ছিল না। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে, আপিলকারীদের পিতা এবং উত্তরদাতা নং ২ উক্ত প্রোবেটকে "কোনও আপত্তি" দেননি। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে আইনে, উত্তরদাতা নং ২ দিল্লিতে প্রশাসনের চিঠির জন্য আবেদন করতে বাধ্য নয়। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে যে ক্ষেত্রে প্রোবেট আপত্তি করা হয় না, সেখানে উত্তরদাতা নং ২-এরও একই দাবি করার কোনও কারণ ছিল না। এটি জমা দেওয়া হয় যে সীমাবদ্ধতা আইনের ১৩৭ অনুচ্ছেদের অধীনে 'আবেদন করার অধিকার', যদি থাকে, কখনই-উত্তরদাতা নং ২-এর বিরুদ্ধে অর্জিত হয়নি। এটি ১ জমা দেওয়া হয়েছে যে বিদ্বান একক বিচারক এবং ডিভিশন বেঞ্চ উভয়ই দেওয়ানী কার্যবিধি-র আদেশ VII বিধি ১১ (ঘ)-এর অধীনে আবেদনটি যথাযথভাবে খারিজ করেছেন এবং যথাযথভাবে অভিযোগটি প্রত্যাখ্যান করতে অস্বীকার করেছেন।

৭.৩ উপরের আবেদনগুলি জমা দিয়ে, বর্তমান আবেদনটি খারিজ করার জন্য অনুরোধ করেছে।

৮. আমরা সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির বিদ্বান আইনজীবীদের কাছ থেকে বিস্তারিতভাবে বিজ্ঞ পরামর্শ শুনেছি।

৯. বর্তমান আপিলে এই আদালতে বিবেচনার জন্য দুটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়ঃ

i) সীমাবদ্ধতা আইনের অনুচ্ছেদ ১৩৭ প্রোবেট বা প্রশাসনের চিঠির অনুদানের আবেদনের জন্য প্রযোজ্য হবে কিনা?

ii) ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের ২২৮ ধারার অধীনে আবেদনটি সীমাবদ্ধতা আইনের ১৩৭ অনুচ্ছেদের অধীনে নির্ধারিত সীমাবদ্ধতার সময়কাল দ্বারা নিষিদ্ধ করা হবে কিনা এবং আইনের ২২৮ ধারার অধীনে আবেদনের জন্য সীমাবদ্ধতার সময়কাল ভারতের সীমার মধ্যে বা বাইরে, রাজ্যের সীমার বাইরে অবস্থিত উপযুক্ত এখতিয়ারের আদালত দ্বারা প্রোবেট মঞ্জুর করার তারিখ থেকে চলতে শুরু করবে কিনা?

১০. প্রথম প্রশ্নের যতদূর সংশ্লিষ্ট, *কুন্বরজিৎ সিং খান্দপুর* (উপরোক্ত) মামলায় এবং *কৃষ্ণ কুমার শর্মা বনাম রাজেশ কুমার শর্মা(২০০৯) ১১ এসসিসি ৫৩৭*-এ প্রকাশিত মামলায় এই আদালতের প্রত্যক্ষ সিদ্ধান্তের দৃষ্টিতে এটি আর রেস ইন্টেগ্রা নয়। উভয় উপরোক্ত সিদ্ধান্তে, এই আদালত বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে এবং ধারণ করেছে যে সীমাবদ্ধতা আইনের অনুচ্ছেদ ১৩৭ প্রোবেট বা প্রশাসনিক পত্র প্রদানের আবেদনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। অতএব, প্রশ্ন নং ১ এর উত্তর ইতিবাচক এবং এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং ধারণ করা হয়েছে যে সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩ এর অনুচ্ছেদ ১৩৭ প্রোবেট বা প্রশাসনিক পত্র প্রদানের আবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

১১. এখন যতদূর প্রশ্ন নং ২ সম্পর্কিত, এটি আপিলকারীদের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট টি মামলা যে আইনের ধারা ২২৮ এর অধীনে প্রশাসনের চিঠির জন্য উত্তরদাতা নং ২ দ্বারা জমা দেওয়া আবেদনটি সীমাবদ্ধতা আইনের ১৩৭ অনুচ্ছেদের অধীনে প্রদত্ত সীমাবদ্ধতা আইন দ্বারা নিষিদ্ধ। যেমন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং এখানে উপরে বর্ণিত হয়েছে, সীমাবদ্ধতা আইনের অনুচ্ছেদ ১৩৭ আইনের ধারা ২৭৬ এর অধীনে জমা দেওয়া প্রোবেট বা প্রশাসনের চিঠির আবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। একইভাবে, এমনকি আইনের ধারা ২২৮ এর অধীনে আবেদনও সীমাবদ্ধতা আইনের ১৩৭ অনুচ্ছেদের আওতায় আসবে। অতএব, এটি পর্যবেক্ষণ করেছে এবং বলেছে যে সীমাবদ্ধতা আইনের অনুচ্ছেদ ১৩৭ আইনের ধারা ২২৮ এর অধীনে আবেদনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

১২. যাইহোক, এই আদালতের সামনে বিবেচনার জন্য উত্থাপিত পরবর্তী প্রশ্নটি, কখন 'আবেদন করার জন্য কঠোর' অর্জিত হয়েছে বলে বলা যেতে পারে?

১২.১ সীমাবদ্ধতা আইনের অনুচ্ছেদ ১৩৭ অনুযায়ী, নির্ধারিত সীমাবদ্ধতা কাল তিন বছর এবং তিন বছর শুরু হয় যখন 'আবেদন করার অধিকার' অর্জিত হয়। সীমাবদ্ধতা আইনের অনুচ্ছেদ ১৩৭ এর অধীনে গুরুত্বপূর্ণ অভিব্যক্তি হল 'আবেদন করার অধিকার'। আপিলকারীদের পক্ষে এটি মামলা যে বর্তমান মামলায় প্রশাসনিক পত্রের জন্য 'আবেদন করার অধিকার' ১৯৯৭ সালে, আরও বিশেষ করে ২১.১১.১৯৯৭ তারিখে অর্জিত হয়েছিল যখন হাই কোর্ট অফ জাস্টিস, ডিস্ট্রিক্ট প্রোবেট রেজিস্ট্রি, বার্মিংহাম (ইউকে) প্রত্যাদেশী নং ২-এর পক্ষে ১৬.০৫.১৯৯০ তারিখের ইচ্ছাপত্রের প্রমাণপত্র প্রদানের আদেশ জারি করেছিল। আপিলকারীদের পক্ষে এটি মামলা যে অতএব আইনের ধারা ২২৮ এর অধীনে 'আবেদন করার অধিকার' ২১.১১.১৯৯৭ তারিখে প্রত্যাদেশী নং ২-এর পক্ষে অর্জিত হয়েছিল এবং অতএব, প্রত্যাদেশী নং ২-কে ২১.১১.১৯৯৭ থেকে তিন বছরের মধ্যে প্রশাসনিক পত্রের জন্য আবেদন জমা দিতে হয়েছিল। যাইহোক, প্রশাসনিক পত্রের জন্য আবেদন ২৮.০২.২০০১ তারিখে জমা দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ সীমাবদ্ধতা আইনের অনুচ্ছেদ ১৩৭ অনুযায়ী নির্ধারিত তিন বছরের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে এবং অতএব প্রোবেট কেস নং ১৫/২০০১ স্পষ্টভাবে সীমাবদ্ধতা আইন দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত এবং অতএব, সিপিসির আদেশ VII বিধি ১১ এর অধীনে ক্ষমতাবলে তা খারিজ করা প্রয়োজন ছিল। আপিলকারীদের পক্ষে এটিও মামলা যে যতক্ষণ না ইচ্ছাপত্র প্রমাণিত হয়, ততক্ষণ সীমাবদ্ধতা কাল চলতে শুরু হবে না। যাইহোক, একবার ইচ্ছাপত্র প্রমাণিত হলে, সেক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আইনের অনুচ্ছেদ ১৩৭ অনুযায়ী সীমাবদ্ধতা কাল ইচ্ছাপত্র প্রমাণিত হওয়ার তারিখ থেকে চলতে শুরু করবে।

১৩. মরা সংশ্লিষ্ট পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের শুনেছি।

১৪. শুরুতে, এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে উইলের সাথে প্রোবেট বা প্রশাসনের চিঠি প্রদানের প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি আইনের ২৭৬ ধারা হবে। আইনের ২৭৬ ধারাটি নিম্নরূপঃ

> **"২৭৬**.প্রোবেটের জন্য আবেদন-(১) উইল সংযুক্ত করে প্রোবেট বা প্রশাসনিক চিঠির জন্য আবেদন, উইল সহ ইংরেজিতে বা এই আদালতের কার্যধারায় সাধারণ ব্যবহারে ব্যবহৃত ভাষায় স্পষ্টভাবে লিখিত একটি পিটিশন দ্বারা করা হবে, যেখানে আবেদন করা হয়, উইল সহ বা ২৩৭,২৩৮ এবং ২৩৯ ধারায় উল্লিখিত ক্ষেত্রে, তার বিষয়বস্তুর একটি অনুলিপি, খসড়া বা বিবৃতি সংযুক্ত করা হবে এবং উল্লেখ করা হবে -

(ক) সাক্ষীদারের মৃত্যুর সময়,

(খ) লেখাটি তার শেষ উইল এবং টেস্টামেন্ট সংযুক্ত করেছে,

(গ) এটি যথাযথভাবে কার্যকর করা হয়েছে,

(ঘ) আবেদনকারীর হাতে যে পরিমাণ সম্পদ আসার সম্ভাবনা রয়েছে, এবং

(ঙ) যখন আবেদনটি প্রোবেটের জন্য হয়, তখন আবেদনকারী উইলের নামকরা নির্বাহক।

(২) এই বিবরণগুলি ছাড়াও, আবেদনে আরও উল্লেখ করা হবে-

(ক) জেলা বিচারকের কাছে আবেদন করার সময়, মৃত্যুর সময় মৃত ব্যক্তির একটি নির্দিষ্ট বাসস্থান ছিল, অথবা তাঁর কিছু সম্পত্তি ছিল, যা বিচারকের এখতিয়ারের মধ্যে অবস্থিত; এবং

(খ) যখন কোনও জেলা প্রতিনিধির কাছে আবেদন করা হয় যে, মৃত্যুর সময় মৃত ব্যক্তির এই ধরনের প্রতিনিধির এখতিয়ারের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট বাসস্থান ছিল।

(৩) যেখানে আবেদনটি জেলা বিচারপতির কাছে থাকে এবং আবেদনকারীর হাতে আসা সম্পদের কোনও অংশ অন্য রাজ্যে অবস্থিত না থাকে, সেখানে আবেদনে প্রতিটি রাজ্যে এবং জেলা বিচারকদের মধ্যে এই ধরনের সম্পদের পরিমাণ উল্লেখ করা হবে, যাদের এখতিয়ারের মধ্যে এই ধরনের সম্পদ রয়েছে।

১৪.১ যখন আইনের ২৭৬ ধারার অধীনে প্রোবেট বা উইল সহ প্রশাসনের চিঠির জন্য কোনও আবেদন জমা দেওয়া হয়, তখন উইল কার্যকর করার বিষয়ে কোনও সংস্থা কর্তৃক উত্থাপিত কোনও আপত্তি, সেই ক্ষেত্রে, আবেদনকারীকে উইল প্রমাণ করতে হবে এবং তারপরে উইলটি পরীক্ষা করা হবে এবং আদালত প্রশাসনের চিঠির জন্য একটি আদেশ পাস করতে পারে। যাইহোক, যে ক্ষেত্রে কোনও উইল ভারতের সীমার মধ্যে বা তার বাইরে রাজ্যের সীমার বাইরে অবস্থিত উপযুক্ত এখতিয়ারের আদালতে প্রমাণিত বা জমা করা হয়েছে। অতএব, আইনের ২২৮ ধারা একটি সক্ষমকরণী প্রবিধান হবে এবং এটি উক্ত প্রমাণীকৃত ইচ্ছাপত্রের ভিত্তিতে প্রশাসনিক পত্রের জন্য আবেদন করার অতিরিক্ত অধিকার প্রদান করে।

অতএব, বিজ্ঞ একক বিচারক এবং ডিভিশন বেঞ্চ সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন যে ধারা ২২৮ আইনের ধারা ২৭৬-এর সমতুল্য।

১৫. এখন পরবর্তী যে প্রশ্নটি বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হতে পারে তা হল, প্রোবেটের জন্য আবেদন বা উইল সহ প্রশাসনের চিঠির জন্য, সীমাবদ্ধতার সময়কাল কোন তারিখ থেকে চলতে শুরু করবে?

১৬. সংশ্লিষ্ট বিষয়টি বিবেচনা করার সময়, কুনভারজিৎ সিং খান্ডপুর (উপরোক্ত)-এর ক্ষেত্রে এই আদালতের সিদ্ধান্তটি উল্লেখ ও বিবেচনা করা প্রয়োজন। উক্ত সিদ্ধান্তে, এই আদালত বসুদেব দৌলতরাম সদরঙ্গানি বনাম সাজনি প্রেম লালওয়ানির মামলায় বোম্বে হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত বিবেচনা করেছে, যা এআইআর ১৯৮৩ বম্ব ২৬৮-এ রিপোর্ট করা হয়েছে, সেইসাথে, এস কৃষ্ণস্বামী বনাম কে রামিয়ার ক্ষেত্রে মাদ্রাজ হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত, এআইআর ১৯৯১ ম্যাড ২১৪-এ রিপোর্ট করা হয়েছে। উক্ত সিদ্ধান্তে, এই আদালত মাদ্রাজ হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের ১৭ অনুচ্ছেদ উল্লেখ করেছে এবং বিবেচনা করেছে।

"১৭. একটি কার্যধারায়, বা অন্য কথায়, প্রবেট বা প্রশাসনের চিঠির জন্য দায়ের করা আবেদনে আবেদনকারীর দ্বারা কোনও অধিকার দাবি বা দাবি করা হয় না। আবেদনকারী কেবল একটি দায়িত্ব পালনের জন্য আদালতের স্বীকৃতি চায়। একটি উপযুক্ত আদালত দ্বারা জারি করা প্রবেট বা প্রশাসনের চিঠিগুলি বিশ্বজুড়ে আইনী চরিত্রের চূড়ান্ত প্রমাণ। ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫-এর প্রাসঙ্গিক বিধানগুলির মূল্যায়ন এই অর্থ প্রকাশ করে না যে প্রবেট বা প্রশাসনের চিঠি দেওয়ার জন্য দায়ের করা কার্যধারার মাধ্যমে আবেদনকারীর কোনও অধিকার আইনি অর্থে নিষ্পত্তি বা সুরক্ষিত হয় না। টেস্টামেন্টের লেখক তার সম্পত্তির প্রশাসনের ক্ষেত্রে দায়িত্ব দিয়েছেন, এবং প্রোবেট বা প্রশাসনের চিঠির জন্য আবেদনকারী কেবল সেই দায়িত্ব পালনের জন্য আদালতের অনুমতি চান। দায়িত্ব পালনের জন্য কেবল আদালতের কাছ থেকে স্বীকৃতি চাওয়া হয়। সেই দায়িত্ব কেবল নৈতিক এবং এটি বৈধ নয়। এমন কোনও আইন নেই যা আবেদনকারীকে প্রোবেট বা প্রশাসনের চিঠির জন্য কার্যধারা দায়ের করতে বাধ্য করে। নৈতিক দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে আবেদনকারী দায়িত্ব পালনের জন্য আদালতের কাছ থেকে স্বীকৃতি চান। অতএব, প্রোবেট বা প্রশাসনিক পত্র প্রদানের জন্য আবেদনকে সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩ এর অনুচ্ছেদ ১৩৭ এর অধীনে 'আবেদন' এর অর্থের অন্তর্গত বলে ব্যাখ্যা করা খুবই কঠিন এবং যথাযথ হবে না।

১৬.১ এই আদালত *এস. কৃষ্ণস্বামীর* (উপরক্ত) ক্ষেত্রে মাদ্রাজ হাইকোর্টের ১৭ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত পর্যবেক্ষণগুলি অনুমোদন করেছে, যতদূর পর্যন্ত প্রোবেট বা প্রশাসনের চিঠির মঞ্জুরের আবেদনের প্রকৃতি সম্পর্কিত। তবে, এই আদালত এই সিদ্ধান্তের সাথে একমত হয়নি যে প্রোবেট বা প্রশাসনের চিঠির মঞ্জুরের আবেদন সীমা আইনের ১৩৭ অনুচ্ছেদের আওতায় আসে না।

১৬.২ উপরোক্ত সিদ্ধান্তে, এই আদালত *বাসুদেব দৌলতরাম সদরঙ্গানির* (উপরে) ক্ষেত্রে বোম্বে হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের ১৬ অনুচ্ছেদও বিবেচনা ও উল্লেখ করেছে, যা ১৫ অনুচ্ছেদে নিম্নরূপঃ

> "১৬. শ্রী দলপতরাইয়ের যুক্তি প্রত্যাখ্যান করে আমি আমার সিদ্ধান্তের সারসংক্ষেপ করছি এইভাবে-
>
> (ক) সীমাবদ্ধতা আইনের অধীনে এমন কোনও সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়নি যার মধ্যে প্রোবেট, অনুমোদন পত্র বা উত্তরাধিকার শংসাপত্রের জন্য আবেদন করতে হবে;
>
> (খ) অনুচ্ছেদ ১৩৭-এর অধীনে আবেদনের অধিকার মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর তারিখে অপরিহার্যভাবে অর্জিত হয় এই ধারণাটি অযৌক্তিক;
>
> (গ) এই ধরনের আবেদন একটি উইল দ্বারা তৈরি আইনি দায়িত্ব পালন করার জন্য বা একটি টেস্টামেন্টারি ট্রাস্টি হিসাবে স্বীকৃতির জন্য আদালতের অনুমতির জন্য এবং এটি একটি অবিচ্ছিন্ন অধিকার যা মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পরে যে কোনও সময় প্রয়োগ করা যেতে পারে, যতক্ষণ না তা করার অধিকার বেঁচে থাকে এবং ট্রাস্টের উদ্দেশ্য বিদ্যমান থাকে বা ট্রাস্টের কোনও অংশ, যদি তৈরি করা হয়, তা কার্যকর করা থাকে;
>
> (ঘ) আবেদন করার অধিকার জমা হবে যখন আবেদন করার প্রয়োজন হয় যা মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর তারিখ থেকে ৩ বছরের মধ্যে নাও হতে পারে;
>
> (ঙ) মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পর ৩ বছরের বেশি বিলম্ব সন্দেহ জাগিয়ে তুলবে এবং যত বেশি বিলম্ব হবে, সন্দেহ তত বেশি হবে;
>
> (চ) এই ধরনের বিলম্ব অবশ্যই ব্যাখ্যা করতে হবে, তবে সীমাবদ্ধতার পরম বারের সাথে সমান করা যাবে না; এবং

(ছ) একবার মৃত্যুদন্ড কার্যকর এবং প্রত্যয়ন প্রমাণিত হলে, বিলম্বের সন্দেহ আর কাজ করে না।

এই আদালত উপসংহারের সাথে একমত/অনুমোদন করেনি (খ)। তবে, অনুমোদিত উপসংহার (গ), এখানে উপরে পুনরুত্পাদন করা হয়েছে।

১৭. অতএব, *কুন্বরজিৎ সিং খান্দপুর* (উপরোক্ত) মামলায় এই আদালত কর্তৃক প্রবর্তিত আইন বিবেচনা করে বলা যায় যে, একটি আইনিক কার্যবিবাদে বা অন্য কথায়, প্রোবেট বা প্রশাসনিক পত্র প্রদানের জন্য দায়ের করা আবেদনে, আবেদনকারী কোন অধিকার প্রতিষ্ঠা বা দাবি করেন না। আবেদনকারী কেবল একটি দায়িত্ব পালনের জন্য আদালতের স্বীকৃতি চান। একটি যোগ্য আদালত কর্তৃক জারি করা প্রোবেট বা প্রশাসনিক পত্র সমগ্র বিশ্বে আইনগত চরিত্রের নির্দিষ্ট প্রমাণ। প্রোবেট বা প্রশাসনিক পত্র প্রদানের জন্য দায়ের করা আইনিক কার্যবিবাদ আইনগত কার্যবিবাদ নয় বরং এটি রেম-এর একটি কার্যবিবাদ। *কুন্বরজিৎ সিং খান্দপুর* (উপরোক্ত) মামলায় এই আদালত কর্তৃক বলা হয়েছে যে, প্রোবেট বা প্রশাসনিক পত্র প্রদানের জন্য একটি আবেদন একটি ইচ্ছাপত্র দ্বারা সৃষ্ট আইনগত দায়িত্ব পালন করার জন্য বা টেস্টামেন্টারি ট্রাস্টি হিসাবে স্বীকৃতির জন্য আদালতের অনুমতির জন্য এবং এটি একটি অবিরত অধিকার যা মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পর যে কোন সময় প্রয়োগ করা যেতে পারে, যতক্ষণ না তা করার অধিকার বহাল থাকে এবং ট্রাস্টের উদ্দেশ্য বিদ্যমান থাকে বা কোনও ট্রাস্টের অংশ, যদি তৈরি করা হয়, তা কার্যকর করার জন্য অবশিষ্ট থাকে।

অতএব, আইনের ধারা ২২৮-এ উল্লিখিত যে কোনও আদালত যদি ইচ্ছাটির তদন্ত করে, তবে প্রশাসনের চিঠি পাওয়ার অধিকার একটি অবিচ্ছিন্ন অধিকার যা যে কোনও সময় প্রয়োগ করা যেতে পারে, যতক্ষণ না তা করার অধিকার বেঁচে থাকে এবং ট্রাস্টের উদ্দেশ্য বিদ্যমান থাকে বা ট্রাস্টের কোনও অংশ তৈরি করা হলে তা কার্যকর করা বাকি থাকে।

১৮. উপরোক্ত সিদ্ধান্তে এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত আইন প্রয়োগ করে এবং এখানে উপরে করা পর্যবেক্ষণগুলি প্রয়োগ করে, আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে জমা দেওয়া যে সীমাবদ্ধতার আইন দ্বারা নিষিদ্ধ আইনের ধারা ১ এর ধারা ২৭৬ এর সাথে পাঠ করা আইনের ধারা ২২৮ এর অধীনে প্রশাসনের চিঠির জন্য উত্তরদাতা নং ২ দ্বারা দায়ের করা প্রবেট কেস নং ১৫/২০০১ গ্রহণ করা যাবে না। এই পর্যায়ে, এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এমনকি বাদীপত্রেও, এটি বিশেষভাবে আবেদন করেছিল যে ২০০০ সালে পক্ষগুলির পিতার মৃত্যুর পরে, আপিলকারীরা দিল্লিতে অবস্থিত উত্তরদাতা নং ২-এর কাছে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির সাথে হস্তক্ষেপ শুরু করে এবং তাই, কোনও বিকল্প ছাড়াই, তিনি প্রশাসনের চিঠির জন্য আবেদন করতে বাধ্য হন। অতএব, এমনকি আবেদনের আবেদন অনুসারে,

২০০০ সালে পক্ষগুলির পিতার মৃত্যুর পর, যে তারিখে আপিলকারীরা উত্তরদাতা নং ২-এর কাছে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির সাথে হস্তক্ষেপ/হস্তক্ষেপ শুরু করেছিলেন, সেই তারিখ থেকে পদক্ষেপের কারণ শুরু হয়েছিল। অতএব, মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে, বিদ্বান একক বিচারক এবং ডিভিশন বেঞ্চ উভয়ই দেওয়ানী কার্যবিধি-র আদেশ VII বিধি ১১-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করতে যথাযথভাবে অস্বীকার করেছেন। মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে এবং উপরে যেমন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, এটা বলা যাবে না যে, প্রশাসনিক চিঠির আবেদন সীমাবদ্ধতার আইন দ্বারা স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ ছিল যা দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৭ বিধি ১১ (ঘ) এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যান করা প্রয়োজন ছিল। আমরা হাইকোর্টের গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সম্পূর্ণ একমত।

১৯. উপরের বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে এবং উপরে বর্ণিত কারণগুলির জন্য, বর্তমান আবেদনটি ব্যর্থ হয় এবং সেটি খারিজ হওয়ার যোগ্য এবং তদনুসারে খারিজ করা হয়। তবে, মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে, খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

নিধি জৈনের আপিল খারিজ।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

**/Xavier Murmu**